Shangri La

14-1-55

হাস্কা হাসি এবং রোমান্সেভরা কৌতুক চিত্র !

মাতেশ্বরী মিত্র মন্দিরের

নিষিদ্ধ ফল

৺ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত

পরিচালনা **পশুপতি চট্টোপাধ্যায়**

দেবেন ভট্টাচার্য্যের | প্রযোজনায়

৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে

মাহেশ্বরী চিত্রমন্দিরের প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ

নিষিদ্ধফল

পরিচালনা
পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য : ...	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	চিত্রানুলেখন : ...	দেওজী ভাই
গীতি রচনা : ...	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	শব্দানুলেখন : ...	জে, ডি, ইরানী
সুরসৃষ্টি : ...	নচিকেতা ঘোষ	রূপসজ্জা : ...	প্রণানন্দ গোস্বামী
শিল্প নির্দেশক :	সত্যেন রায় চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা : ...	বিনয় দে
দৃশ্য সজ্জা : ...	হীরেন লাহিড়ী	সম্পাদনা :	বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পট শিল্পী : ...	কবি দাশ গুপ্ত	স্থির চিত্র : ...	স্যাণ্ডরিলা ষ্টুডিওর পক্ষে কান্তিলাল

প্রস্তাবনা চিত্রাঙ্কণ : **মন্দার ষ্টুডিও**

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ সহকারিগণ ★

পরিচালনায় : প্রতুল ঘোষ, প্রবোধ পাল * সঙ্গীত পরিচালনায় : জয়ন্ত শেঠ * চিত্র শিল্পে : নিমাই রায়, বুলু লাডিয়া, তরুণ গুপ্ত, সত্য রায় * শব্দ যন্ত্রে : সন্তু বোস * আলোক সম্পাতে : হেমন্ত, অনিল সরকার, তারাপদ মান্না, সুপরঞ্জন দত্ত * রূপসজ্জায় : বিজয় নন্দন
সম্পাদনা : সৌরেন গুপ্ত, রমেশ বসু

★ রূপায়ণে ★

জহর গাঙ্গুলী, অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা, আশু বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, অমূল্য সান্যাল, সুধীর রায় চৌধুরী, মিণ্টু দাশ গুপ্ত, লক্ষ্মী জং, কমল মজুমদার, বলাই মুখোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বীরেন মুখোপাধ্যায়, কেষ্ট দাস ও তেওয়ারী

সবিতা চট্টোপাধ্যায়, রাণীবালা, শ্রীমতী মিত্র, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী, রেখা চট্টোপাধ্যায়, আশা দেবী, শেফালী দত্ত, উষা দেবী, কমলা অধিকারী, তারা ভাদুড়ী, সন্ধ্যা দেবী (আমন্ত্রিত শিল্পী) শীলা মণ্ডল, শান্তি দাস

প্রমোদ সরকারের তত্ত্বাবধানে | ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে | গৃহীত

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ★

দেব সাহিত্য কুটীর, পুরাণ প্রেস, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান

নিষিদ্ধ ফল

পরমহংস

রায় প্রফুল্লকুমার মিত্র বাহাদুর সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর সমাজ সংস্কারের কাজে সম্প্রতি মনোনিবেশ করেছেন এবং নিত্য বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন ও বই লিখছেন। পারিষদেরা তাঁর বক্তৃতা এবং লেখার তারিফ করছে এবং তার বদলে তাঁর কাছ থেকে নানা অছিলায় বিশ-পঞ্চাশ টাকা আদায় ক'রে নিচ্ছে। দেশ-বিদেশের বহু গ্রন্থ থেকে বহু পরিশ্রম ক'রে অকাট্য যুক্তি এবং প্রমাণ দর্শিয়ে রায় বাহাদুর তাঁর "সামাজিক সমস্যা সমাধান" কেতাবে যে-সকল মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তার মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে—

(১) বাল্যবিবাহের রীতি পূর্ণভাবে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

(২) বাল্যবিবাহের পরই ছেলে মেয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে কিছুতেই থাকিবে না। ছেলের বয়স অন্ততঃপক্ষে চব্বিশ এবং মেয়ের বয়স আঠারো হওয়ার পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যেদেখা সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ।

এই মত অনুযায়ী রায় বাহাদুর তাঁর একমাত্র পুত্র হেমন্তকুমারের জন্যে একটি সুন্দরী চতুর্দ্দশী পাত্রীর সন্ধানে হায়রাণ হয়ে যাচ্ছেন। যত সব পাহাড়ী মেয়ে দেখে দেখে মন তাঁর বিষিয়ে উঠেছে। ব্যাপার দেখে-

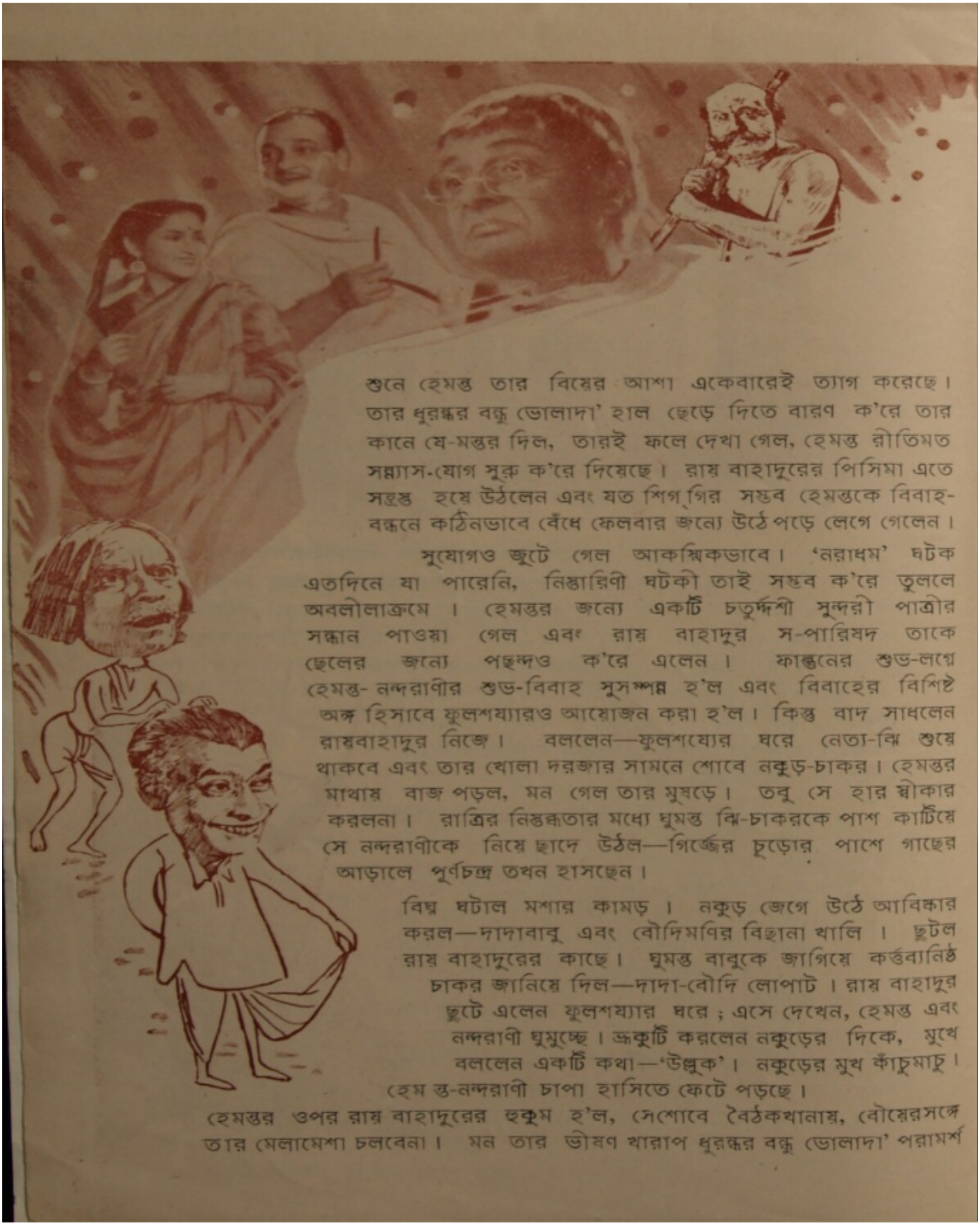

শুনে হেমন্ত তার বিয়ের আশা একেবারেই ত্যাগ করেছে। তার ধুরন্ধর বন্ধু ভোলাদা' হাল ছেড়ে দিতে বারণ ক'রে তার কানে যে-মন্তর দিল, তারই ফলে দেখা গেল, হেমন্ত রীতিমত সন্ন্যাস-যোগ সুরু ক'রে দিয়েছে। রায় বাহাদুরের পিসিমা এতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন এবং যত শিগ্‌গির সম্ভব হেমন্তকে বিবাহ-বন্ধনে কঠিনভাবে বেঁধে ফেলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

সুযোগও জুটে গেল আকস্মিকভাবে। 'নরাধম' ঘটক এতদিনে যা পারেনি, নিস্তারিণী ঘটকী তাই সম্ভব ক'রে তুললে অবলীলাক্রমে। হেমন্তর জন্যে একটি চতুর্দ্দশী সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল এবং রায় বাহাদুর স-পারিষদ তাকে ছেলের জন্যে পছন্দও ক'রে এলেন। ফাল্গুনের শুভ-লগ্নে হেমন্ত-নন্দরাণীর শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হ'ল এবং বিবাহের বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে ফুলশয্যারও আয়োজন করা হ'ল। কিন্তু বাদ সাধলেন রায়বাহাদুর নিজে। বললেন—ফুলশয্যের ঘরে নেত্য-ঝি শুয়ে থাকবে এবং তার খোলা দরজার সামনে শোবে নকুড়-চাকর। হেমন্তর মাথায় বাজ পড়ল, মন গেল তার মুষড়ে। তবু সে হার স্বীকার করলনা। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘুমন্ত ঝি-চাকরকে পাশ কাটিয়ে সে নন্দরাণীকে নিয়ে ছাদে উঠল—গির্জ্জের চূড়োর পাশে গাছের আড়ালে পূর্ণচন্দ্র তখন হাসছেন।

বিঘ্ন ঘটাল মশার কামড়। নকুড় জেগে উঠে আবিষ্কার করল—দাদাবাবু এবং বৌদিমণির বিছানা খালি। ছুটল রায় বাহাদুরের কাছে। ঘুমন্ত বাবুকে জাগিয়ে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চাকর জানিয়ে দিল—দাদা-বৌদি লোপাট। রায় বাহাদুর ছুটে এলেন ফুলশয্যার ঘরে; এসে দেখেন, হেমন্ত এবং নন্দরাণী ঘুমুচ্ছে। ভ্রূকুটি করলেন নকুড়ের দিকে, মুখে বললেন একটি কথা—'উল্লুক'। নকুড়ের মুখ কাঁচুমাচু। হেমন্ত-নন্দরাণী চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছে।

হেমন্তর ওপর রায় বাহাদুরের হুকুম হ'ল, সে শোবে বৈঠকখানায়, বৌয়ের সঙ্গে তার মেলামেশা চলবেনা। মন তার ভীষণ খারাপ ধুরন্ধর বন্ধু ভোলাদা' পরামর্শ

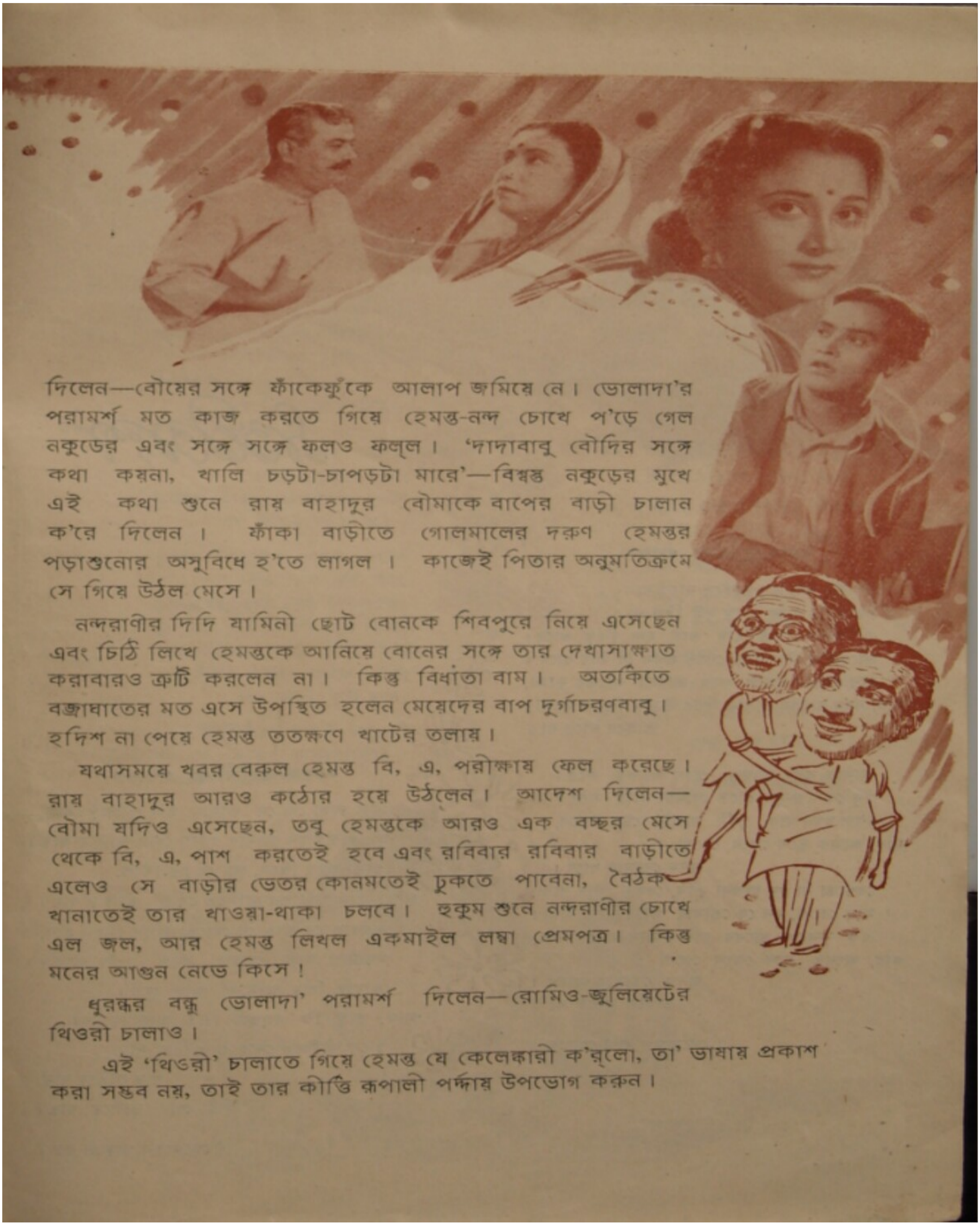

দিলেন—বৌয়ের সঙ্গে ফাঁকেফুঁকে আলাপ জমিয়ে নে। ভোলাদা'র পরামর্শ মত কাজ করতে গিয়ে হেমন্ত-নন্দ চোখে প'ড়ে গেল নকুড়ের এবং সঙ্গে সঙ্গে ফলও ফল্‌ল। 'দাদাবাবু বৌদির সঙ্গে কথা কয়না, থালি চড়টা-চাপড়টা মারে'—বিশ্বস্ত নকুড়ের মুখে এই কথা শুনে রায় বাহাদুর বৌমাকে বাপের বাড়ী চালান ক'রে দিলেন। ফাঁকা বাড়ীতে গোলমালের দরুণ হেমন্তর পড়াশুনোর অসুবিধে হ'তে লাগল। কাজেই পিতার অনুমতিক্রমে সে গিয়ে উঠল মেসে।

নন্দরাণীর দিদি যামিনী ছোট বোনকে শিবপুরে নিয়ে এসেছেন এবং চিঠি লিখে হেমন্তকে আনিয়ে বোনের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাত করাবারও ত্রুটি করলেন না। কিন্তু বিধাতা বাম। অতর্কিতে বজ্রাঘাতের মত এসে উপস্থিত হলেন মেয়েদের বাপ দুর্গাচরণবাবু। হদিশ না পেয়ে হেমন্ত ততক্ষণে খাটের তলায়।

যথাসময়ে খবর বেরুল হেমন্ত বি, এ, পরীক্ষায় ফেল করেছে। রায় বাহাদুর আরও কঠোর হয়ে উঠলেন। আদেশ দিলেন—বৌমা যদিও এসেছেন, তবু হেমন্তকে আরও এক বছর মেসে থেকে বি, এ, পাশ করতেই হবে এবং রবিবার রবিবার বাড়ীতে এলেও সে বাড়ীর ভেতর কোনমতেই ঢুকতে পাবেনা, বৈঠকখানাতেই তার খাওয়া-থাকা চলবে। হুকুম শুনে নন্দরাণীর চোখে এল জল, আর হেমন্ত লিখল একমাইল লম্বা প্রেমপত্র। কিন্তু মনের আগুন নেভে কিসে!

ধুরন্ধর বন্ধু ভোলাদা' পরামর্শ দিলেন—রোমিও-জুলিয়েটের থিওরী চালাও।

এই 'থিওরী' চালাতে গিয়ে হেমন্ত যে কেলেঙ্কারী ক'র্‌লো, তা' ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তাই তার কীর্ত্তি রূপালী পর্দ্দায় উপভোগ করুন।

সংগীতিকা

(১)

বাসরের গান

উলু উলু উলু উলু তাইরে নারে না।
শিবদুর্গার হচ্ছে বিয়ে দৃষ্টি দিও না॥
এ মিলনে কেউ যদি ভাই মন্দ কিছু ভাবে।
ভাজের ঝাঁটা খেতে খেতে জনম যে তার যাবে॥
ধান ভানতে গেলে পরে ভাঙবে হাতের কুলো,
আর, নরম বালিস মাথায় দিলে উড়বে শিমুল তুলো।
তাইরে নারে না॥

আমার বুক ধড়ফড়, চোখ করকর করে।
তবু কেন ও-মুখ হ'তে ঘোমটা নাহি সরে?
চ'লে যখন যাব, তুমি মজাটা টের পাবে,
আর, অনেক দুখে জেনে রেখো,
জনম তোমার যাবে।
বেশতো না হয় যাওনা তুমি, দেবনা আর বাধা
মনে রেখো, মন যে তোমার গাঁটছড়াতে বাঁধা।
এক কুনকে ধানের চাল ছ'মাস ধ'রে খাবে,
আর, অনেক দুখে জেনে রেখো
জনম তোমার যাবে।
তাইরে নারে না॥

(গেয়েছেন বাণী ঘোষাল)

(২)

নন্দরাণীর গান

সারা বেলা কে সে আমায় যায় ভুলিয়ে যায়,
হাওয়ার গানে আমার প্রাণে দোল দুলিয়ে যায়।
ঐতো কুহুর শিসে, স্বপ্ন যে রয় মিশে,
আজ, আমার বাঁশির হাসিতে সে সুর তুলিয়ে যায়।
নতুন ক'রে আজ যে মোদের জানি মিলন হবে,
গন্ধঢালা মালা আমার কণ্ঠে তুলে লবে;
আমার প্রিয় আমারই আজ হবে।
আজ, তাই কি বসুন্ধরা, এত আলোয় ভরা,
ও সে আঁখিতে মোর এ কোন মায়া
যায় বুলিয়ে যায়,
আর দোল দুলিয়ে যায়।

(গেয়েছেন গায়ত্রী বসু)

মন্ত ও নন্দরাণীর গান

হেমন্ত— ছায়া ঘন দিন, আঁধারে বিলীন,
ঝর ঝর বারি ঝরে ;
শ্রাবণ গগন মেঘে মেঘে ঐ ভরে।
নন্দরাণী— গুরু গুরু গুরু ডাকে ঐ দেয়া,
গন্ধ ছড়ায় চম্পক কেয়া
রিম ঝিম ঝিম পবনের বেণু
মল্লার সুর ধরে ।
হেমন্ত— আজ কোথা তুমি কোন্ অলকায়
জানি না সে কতদূর,
তোমার প্রাণের বীণা কি বাজায়
মেঘ মল্লার সুর ;
উজ্জয়িনীর সেই দিনগুলি
আজ কিগো মনে পড়ে।
নন্দরাণী— জানিনা জানিনা হায়—
কোন্ রামগিরি গুহায় তোমার
অভিশাপে দিন যায় ;
আমার মতো তোমারও পরাণ
শুধু কিগো কেঁদে মরে ?

বন্ধুগণ— ভায়া প্রিয়াহীন বদন মলিন
জর জর প্রেম জ্বরে,
কলির মদন হার্ট ফেল বুঝি করে।
দুরু দুরু দুরু কাঁপে তার হিয়া,
প্রেম মিক্‌চার খাবে নাই প্রিয়া
হিম সিম আজ খায়রে হিমু
হৃদ্ রোগে বুঝি মরে।

(গেয়েছেন অসিতবরণ, গায়ত্রী বসু,
মিন্টু দাশগুপ্ত, অজিত চট্টোপাধ্যায়,
প্রভঞ্জন চট্টোপাধ্যায়)

নন্দরাণীর গান

অশ্রু আখরে যে বারতা লিখে যাই,
তারই মাঝে কাঁদে নীরবে বেদনা মোর
প্রিয়র পরাণে নিয়ে যাও তুমি তাই,
লিপি গো—
এই অকুল বিরহ ভার,
আমি সহিতে পারিনা আর,
শুধু আমারই পরাণে নিবিড় আঁধার
এতটুকু আলো নাই।
হায় দিন যায় কেঁদে কেঁদে—
শুধু খেয়ার মত দুটি কুল তুমি
মালায় রেখেছ বেঁধে ;
আমি যে প্রিয়র লাগি,
আশায় রয়েছি জাগি,
দিও তারে মোর এই প্রাণের পরশ,
দেখা যদি নাহি পাই।

(গেয়েছেন গায়ত্রী বসু)

- 127/14/1/55

727
14.1.1955

NANDAN
WEST BENGAL FILM CENTRE
LIBRARY

সর্বরসের বিচিত্র সমাবেশ !

মাহেশ্বরী চিত্র মন্দিরের

পরবর্তী নিবেদন

রাজলক্ষ্মী

বাঙলার সর্বাধিক জনপ্রিয় তারকাবৃন্দের

অনন্যসাধারণ সমাহার

248

শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মাহেশ্বরী চিত্র মন্দিরের পক্ষ হইতে সম্পাদিত

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত